Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ⁄০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

হাতে কাটা,
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং
মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।
এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৪০শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২৪শে আষাঢ় বুধবার ১৩৬০ ইংরাজী 8th July, 1953 { ৮ম সংখ্যা

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Service

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে আষাঢ় বুধবার সন ১৩৬০ সাল

"মা !!! মা !! মা !"

—•—

সংবাদপত্র পাঠে জানা যায় বাঙলার, শুধু বাঙলার নয় ভারতের জনপ্রিয় নেতা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনবার মা !!! মা !! মা ! বলিয়া মাকে ডাকিয়া যেন মাতৃসকাশে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। কাগজ পড়িতে পড়িতে একজন চিন্তারত-চিত্ত বৃদ্ধ সজলনেত্রে বলিলেন—শ্যামাপ্রসাদ (১) প্রথমবার 'মা' বলিয়া ডাকিলেন, বিরাশী বৎসর বয়স্কা বীরপ্রসবিনী গর্ভধারিণীকে ; (২) দ্বিতীয় 'মা' সম্বোধন করিলেন—তাঁহার চিরদুঃখিনী বঙ্গজননীকে ; (৩) তৃতীয় 'মা' শব্দটি প্রয়োগ করিলেন—যাঁহার ছিন্ন অঙ্গকে আরও খণ্ডিত করিবার ষড়যন্ত্রে বাধা দিতে আসিয়া, ব্যাঘ্র-শিশু যেমন নিষাদ অর্থাৎ ব্যাধ হস্তে বন্দী হইয়া স্বচ্ছন্দবিহারে বঞ্চিত হয়, তেমনি বাঙলার বাঘের বাচ্চা তিনি নিশান্তবাগে (নিষাদ ?) বন্দী থাকিয়া শ্রীনগরে অবহেলিত ব্যবস্থায় অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন,—সেই ছেদিতাঙ্গিনী ভারতমাতাকে !

অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধু যখন অন্ধ পিতামাতার সেবার্থে জল আনয়ন করিবার জন্য কুম্ভ পূর্ণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে মৃগয়ার্থী রাজা দশরথ ইঁহার কুম্ভপূরণ শব্দকে জলহস্তীর শব্দ মনে করিয়া শব্দভেদী বাণ-প্রহারে ইঁহার প্রাণসংহার করেন। শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে অন্ধ পিতামাতার একমাত্র সম্বল সিন্ধু, হা মাতঃ ! হা তাতঃ ! বলিয়া করজোড়ে, শাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে প্রথমে মায়ের উদ্দেশে প্রণতি জ্ঞাপন করেন। আমরা বাল্যকালে যাত্রার দলে এই "সিন্ধুবধ" অভিনয় দেখিয়া চোকের [illegible]ল সম্বরণ করিতে পারি নাই। যাত্রার আসরে [illegible]র্থ সিন্ধু যখন করুণ স্বরে মায়ের উদ্দেশে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া বিদায় প্রার্থনা করেন, তখনকার যে গানটি ছোকরার মুখ দিয়া গাওয়া হয়, তাহা আজও মনে আছে—

গান

"উদ্দেশে প্রণাম করি মা !
মার্জ্জনা কর সন্তানে।
জন্মের মত জননি গো !
বিদায় নিলাম শ্রীচরণে !
অন্ধ পিতা, অন্ধ মাতা !
কে করবে তাঁদের মমতা,
কি বিধান করলে বিধাতা,
আমার এই অকাল মরণে !"

আর্ত্তনাদ শুনিয়া মহারাজা দশরথ নিজের অপকর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া, ছুটিয়া আসিয়া, মৃতপ্রায় সিন্ধুকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া খেদোক্তি করিয়া বলিলেন—হায় ! করলাম কি ! শেষে আমার দ্বারা ব্রহ্মহত্যা সংঘটিত হলো ! সিন্ধু, রাজাকে অভয় দিয়া বলিলেন, আমি ব্রাহ্মণ নহি। বৈশ্য পিতা, শূদ্রা মাতা, শঙ্কর জাতিতে। রাজা একটু আশ্বস্ত বোধ করিবামাত্র—নাট্যকারের নাট্যনৈপুণ্যে এক সত্যানন্দ নামক সন্ন্যাসী নিম্নলিখিত গানটি গাইতে গাইতে আসরে প্রবেশ করিলেন—

সত্যানন্দের গীত—

"ক্যা হাতের কসরৎ বাহবা !
বাহবা ! বাহবা !! বাহবা !!!
ভাঙা কপাল কেবল ভাঙে—
এই তো কালের প্রহসন !
জ্বল্‌লে আগুন দ্বিগুণ জ্বালে
গুণমণি প্রভঞ্জন—
যাদের অভাব অসন-বসন,
তোর হাতে তার পুত্রের মরণ,
আজ শিকার করলি মা-বোলা ধন,
অন্ধ যার মা-বাবা !"

মহারাজ দশরথ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। মৃত সিন্ধুকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার অন্ধ পিতা-মাতার নিকট তাঁহার শিকারজনিত অপরাধ স্বীকার করিতে দ্বিধা করিলেন না। এই নিদারুণ বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র অন্ধ দম্পতি "রাজাকে তাঁহাদের মত হা পুত্র ! হা পুত্র !! করিয়া মরিতে হইবে" বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। অপুত্রক দশরথ এই অভিসম্পাতকে আশীর্ব্বাদ বলিয়া গ্রহণ করেন এবং নারায়ণকে চারি অংশে চারি পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। কিন্তু 'হা পুত্র ! হা পুত্র !' বলিয়া রামের বিরহে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইয়াছিল।

অভিনয় নয়—বাস্তব

ইংরাজী ২৪শে জুন, (১৯৫৩) বাঙলা ১০ই আষাঢ় (১৩৬০) কলিকাতা ভবানীপুর ৭৭নং আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রোড ভবনের বাহিরে অগণিত জনগণ বিষণ্ন বদনে সমবেত, ভিতরে একটি প্রকোষ্ঠে পশ্চিম বাঙলার রাজ্যপাল ডাক্তার হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ কয়েকটি বাছা বাছা ভদ্রসন্তানগণের নিকট বসিয়া ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিরাশী বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা শোকার্ত্তা জননী। কাহারও মুখে কথাটি নাই, মনে হয় সকলেই যেন কোন অনির্ব্বচনীয় অপরাধ করিয়াছেন, যে অপরাধের কোনও কৈফিয়ৎ নাই। বাগ্দেবী যেন শোক-বিহ্বল হইয়া শ্যামাপ্রসাদে[illegible] মাতৃ-কণ্ঠে আবির্ভূতা হইয়া নীরবতা ভঙ্গ করিলেন —"কেমন ক'রে ভুলবো যে শ্যামা আমার বিনা চিকিৎসায় মরেছে ? এইতো বিধান আছে, সেও তো আমার শ্যামারই মত। বিধান, তুমি থাকতেও শ্যামা বিনা চিকিৎসায় মরলো ? এর চরম বিচার চাই আমি !" পরিষদ গৃহে বিরোধী প্রতিপক্ষ পক্ষের কত কূট প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন যিনি, সেই বিধানচন্দ্রের মুখে জবাব দিবার মত ভাষা নাই ! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সপ্তরথীর চক্রব্যূহে অন্যায় সমরে নিহত অভিমন্যুর শোকার্ত্তা জননী সুভদ্রা যখন পাণ্ডব সারথি শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেন—"দাদা তুমি থাকতে আমার অভিকে ওরা অন্যায় সমরে নিধন করলো ?" "শ্রীকৃষ্ণ যেমন ভগ্নীর কথার কি জবাব দিবেন, তার ভাষা খুঁজিয়া পান নাই, শ্যামাপ্রসাদ-জননীর প্রশ্নে বিধানচন্দ্র তদবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাই হইল পশ্চিম বাঙলার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ রায়ের অবস্থা।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও ভারতের শাসনভার প্রাপ্ত রাজনৈতিক সম্প্রদায় নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীজহরলাল নেহেরুর এই শোচনীয়

ব্যাপারের সংবাদ পাওয়ার পর যথাসময়ে শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতে বিলম্ব না হইলেও, তিনি দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তনের পাঁচ দিন পর ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর সম্বন্ধে বিবৃতি দিবার অবকাশ পাইয়াছেন। তাঁহার বিবৃতিটি আবদুল্লার সাফাই বলিলেই হয়। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ বন্দী অবস্থায় যখন নিশাতবাগে থাকেন, তখন জহরলালজী দূর হইতে সেই স্বর্গধামতুল্য বন্দীশালা দেখিয়া শ্যামাপ্রসাদের সৌভাগ্যই অনুমান করিয়া আবদুল্লার সুবন্দোবস্তের প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীজহরলালজী, শ্রীকাটজুজী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, শ্যামাপ্রসাদের বন্দী থাকাকালীন সেখানে পদার্পণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার "রাজার হালে থাকা" দেখিবার অবকাশ কাহারও হয় নাই। আবদুল্লা শ্যামাপ্রসাদের শবদেহ কাশ্মীরী শাল দিয়া ঢাকিয়া দিয়া, তাঁহার শবদেহের রাজসিক সম্মান করিয়া শোকবার্ত্তা তাঁহার জ্যেষ্ঠের নিকট পাঠাইয়া স্বকর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। একদিনও তিনি শ্যামাপ্রসাদকে দেখিতে যান নাই। যদি তদন্তে আপত্তি হয়, এই সব কর্ত্তব্যপরায়ণগণকে তবে লোকে কি মনে করিবে না—

মাছ মরেছে, বেড়াল কাঁদে, শান্ত করলে বকে!
ব্যাঙের শোকে সাঁতার পানি হেরি সাপের
চোকে!

এক পয়সার হাঙ্গামা

আমাদের কাঙালের দরদী পশ্চিম বঙ্গ সরকার কলিকাতার বিলাতী ট্রাম কোম্পানীর দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের মানুষ পিছু মাত্র ৫ এক পয়সা ভাড়া বৃদ্ধির অনুমোদন করিয়া সরকারী সহায়তায় সেই অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ডাক্তার রায় এই কীর্ত্তনের গৌরচন্দ্রিকা সুরু করিয়া খুব জরুরী সরকারী কাজে ইউরোপ চলিলেন—এখন তাঁহার দোহারগণ আসর চালাইবেন। কলিকাতা ও হাওড়ায় মানুষে পুলিশে বেশ চলিতেছে। গরীব দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রাম যাত্রিগণ যেতে এক পয়সা, আর আসতে এক পয়সা, এই দুটি পয়সার জন্য ভাল করিল, কি মন্দ করিল ভবিতব্যই জানে। তবে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরাও কাঁদুনে গ্যাসে কাঁদতে বাধ্য হচ্ছেন।

বকেয়া বৃষ্টি

যখন বৃষ্টির জন্য মানুষেও চাতকের মত ফটিক জল! ফটিক জল!! করিতেছিল, চাষ আবাদ দূরের কথা পশ্চিম বঙ্গের স্থানে স্থানে পানীয় জলও মিলিতেছিল না। গত কয়েক দিন হইতে সূর্য্যদেবের দেখা খুব কমই মিলিয়াছে। দিবা রাত্রি অবিরাম বর্ষণ চলিয়াছে। বাগড়ী অঞ্চলে সময়ে বৃষ্টি অভাবে ভাদুই ধান বোনা হয় নাই। এখন আবার বিলম্বে বপন করা ধানের অতিবৃষ্টির জন্য ক্ষতি হইতেছে। ভাগীরথীর জল বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। বন্যাদেবী শেষে গাছা ধান্য গ্রাস না করেন।

জঙ্গিপুর কেন্দ্রের রাষ্ট্রভাষা পরীক্ষার ফল

প্রারম্ভিক ২য় বিভাগ—দেবেন্দ্রনাথ ভাওয়াল, জ্ঞানেশচন্দ্র পাত্রনবীশ, স্নেহলতা ভাওয়াল, সাধনা সেনগুপ্তা।

৩য় বিভাগ—গৌরীশঙ্কর দাস, জে. পি. সেনগুপ্ত, দেবনাথ রায়, কমলারঞ্জন সরকার, ক্ষিতিরঞ্জন মজুমদার, দেবব্রত মজুমদার, অঞ্জলি সরকার, নীলিমা ভৌমিক।

প্রবেশ পরীক্ষায়—১ম বিভাগ

সুরেশচন্দ্র সরকার।

আগামী সেসনের ভর্ত্তি চলিতেছে। ১২ই জুলাই, ১৯৫৩ রবিবার মধ্যে স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট ভর্ত্তির জন্য অনুসন্ধান করুন।

জিলা রাষ্ট্রভাষা সংগঠক।

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

চা-সংসদে

রকমারী সুগন্ধি দার্জ্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

চা-সংসদ

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১০ই আগষ্ট ১৯৫৩

১৯৫২ সালের ডিক্রীজারী

৪৮৪ থাং ডিঃ ভুজঙ্গভূষণ দাস দিং দেং আবদুল ওহেদ বিশ্বাস দিং দাবি ১৬৷৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে পিয়ারাপুর ২-৬৬ শতকের কাত ৪৷৵১৩ গণ্ডা ডিক্রীদারের নিজাংশে ৫১৯ গণ্ডা আঃ ২০০৲ খং ৮৩ রায়ত স্থিতিবান।

৬৭৫ থাং ডিঃ দ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায় দিং দেং ভূপালচন্দ্র বড়াল দিং দাবি ২৮৪৫/০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রামদেবপুর ১৬ ৩ শতকের কাত নিজাংশে ১২৷৭ পাই আঃ ৬৫৲ খং ৪৮৬, ৪৮৭

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

৪৭ থাং ডিঃ ভুজঙ্গভূষণ দাস দিং দেং আসালত সেখ মৃতান্তে ওয়ারিশ জিয়তি বেওয়া দিং দাবি ১৯১/৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে খড়কাটী ২-২৬ শতকের কাত ৭৷৵১০ গণ্ডা ডিক্রীদারের নিজাংশে ১৷১১৷= আঃ ১০৲ খং ১৭৪ রায়ত স্থিতিবান।

১৫২ থাং ডিঃ ভৌরীলাল বয়েদ দিং দেং কালাচাঁদ মণ্ডল দিং দাবি ১০১৷৵৬ থানা সুতী মৌজে ঘোড়াপাখিয়া গাঙ্গিন ৮-০১ শতকের কাত ২৯৷/৫ আঃ ৪০৲ খং ১৫৯

২০২ থাং ডিঃ আশুতোষ সিংহ দিং দেং হীরামন চৌধুরী দাবি ৩০৷৬ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে বাসুদেবপুর ৩০ শতকের কাত ৫৸/৭ আঃ ১৫৲ খং ১৬২

২০৬ থাং ডিঃ রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর দেং সরলাবালা দেবী দাবি ২৯৮৸৵৩ থ.না রঘুনাথগঞ্জ মৌজে এনায়েতনগর ৩৯-৪৬ শতকের কাত ২২১৲ আঃ ১০০৲ খং ২৭৯

১৫৮ থাং ডিঃ ফুলচাঁদ শেঠি দেং রশুল মহাম্মদ মণ্ডল দাবি ২১৷৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে নশীপুর ১০ শতকের কাত ১/৬ আঃ ৫৲ খং ৭৯

১৬০ থাং ডিঃ ঐ দেং ফণিভূষণ প্রামাণিক দাবি ১৮৵০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে তেঘরি ১-১১ শতকের কাত ২৸৵৪ আঃ ৮৲ খং ৬০৪

২৫ মনি ডিঃ কোবাদ আলী সেখ দেং সামিরুদ্দি সেখ দাবি ২৮২৸৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জঙ্গি... ৯২ শতকের কাত নিজাংশে ৷০ আঃ ১০০৲ খং ১...

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ কুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায় ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত 'ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ৸০ আনা।

সোল এজেন্ট ঃ—*ডাঃ ডি, ডি, হাজরা*

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।